আম উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি

(বছরব্যাপী কার্যক্রম)

ফলের রাজা আম। বাংলাদেশে এটি একটি বাণিজ্যিক ফল। অধিক ফলন ও গুণগতমানসম্পন্ন আম উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন:

মুকুল আসার পরবর্তী কার্যক্রম (জানুয়ারী-মার্চ)

হপার পোকা ও এনথ্রাকনোজ এর ক্ষতির ধরন

- আমের হপার পোকা এবং এনথ্রাকনোজ রোগ আমের মুকুলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুতরাং এদের সময়মত দমনের জন্য মুকুল বের হবার পর কিন্তু ফুল ফোটার আগে; হপার পোকার জন্য অনুমোদিত কীটনাশক এবং এনথ্রাকনোজ রোগ দমনের জন্য অনুমোদিত ছত্রাকনাশক একত্রে মিশিয়ে ১ম বার এবং এর ১ মাস পর ২য় বার আম গাছে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।
- উক্ত রোগ বা পোকা দমনের জন্য দুই বারের অধিক বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিত নয়।
- গাছে সম্পূর্ণরূপে ফুল প্রস্ফুটিত হবার পর থেকে শুরু করে, ১৫ দিন অন্তর আম গাছে ৪ বার পরিবর্তিত বেসিন পদ্ধতিতে সেচ দিতে হবে। বৃষ্টি হলে মাটির আর্দ্রতা বিবেচনায় নিয়ে সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

পরিবর্তিত বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ

ফল ধারণের পরবর্তী কার্যক্রম (ফেব্রুয়ারী-মে)

- ফল মটর দানার মত অবস্থায় নির্দিষ্ট মাত্রার অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান দুই ভাগ করে এক ভাগ প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অথবা জাত অনুসারে আম সংগ্রহের এক মাস পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- ফল মটর দানা আকারের হলে আমের উইভিল ও ফলছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। উক্ত পোকাসমূহের আক্রমণ দেখা গেলে অনুমোদিত কীটনাশক মধ্য মার্চ মাস হতে ১৫ দিন অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে। আম পরিপক্ক হলে মাছি পোকার আক্রমণ হতে পারে। এক্ষেত্রে ফল সংগ্রহের অন্তত: একমাস পূর্বে ফেরোমন ফাঁদ বা প্রতিটি আমকে কাগজের ব্যাগ দিয়ে মোড়ানো বা সম্প্রতিকালে উদ্ভাবিত স্ত্রী এবং পুরুষ মাছি পোকা দমনের জন্য আলাদাভাবে আকর্ষণ ও মেরে ফেলা টোপ ব্যবহার করতে হবে।
- ফল মটরদানা আকৃতি অবস্থায় একবার এবং মার্বেল অবস্থায় আর একবার ইউরিয়া ২% (প্রতি ১ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম হারে) দ্রবণ ভালভাবে মিশিয়ে স্প্রে করলে আমের ফল ঝরা অনেকাংশে রোধ করা যায়।

ফল সংগ্রহ (মে-সেপ্টেম্বর)

১. আম পরিপক্ক হলে গাছ থেকে তা এমনভাবে পাড়তে হবে যেন কোন আঘাত না পায়। এক্ষেত্রে বিএআরআই উদ্ভাবিত আম পাড়ার যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। ২. অল্প (১-২ ইঞ্চি) বোঁটাসহ আম সংগ্রহ করতে হবে। আমকে কিছুক্ষণ উপুড় করে রাখতে হবে যাতে আঁঠা ঠিকমত ঝরে পড়ে ও আমের গায়ে না লাগতে পারে। ৩. আম পাড়ার ১৫-২০ দিন পূর্বে আমগাছে কোন প্রকার কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক স্প্রে করা যাবেনা। আম পাড়ার পর গরম পানিতে ৫৫° সে. তাপমাত্রায় ৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে ছায়াযুক্ত স্থানে শুকিয়ে নিলে আমের সংরক্ষণকাল বেড়ে যায় ও রোগবালাই-এর সংক্রমণ কম হয়।

মুকুল আসার পূর্ববর্তী কার্যক্রম (জুন-ডিসেম্বর)

- প্রতি বছর বর্ষার শেষে এবং ফল সংগ্রহের পর গাছের শুকনো, মরা, রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডালপালা এবং পরগাছা ও পরজীবী উদ্ভিদ কেটে সেস্থানে তুলির মাধ্যমে বোর্দো পেষ্ট বা কপার জাতীয় ছত্রাকনাশক এর প্রলেপ দিতে হবে।
- গাছের বয়স এবং মাটির উর্বরতার ভিত্তিতে তিন কিস্তিতে নির্ধারিত মাত্রার সার প্রয়োগ করতে হবে। আম গাছে ১৫-৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে গাছের বয়স অনুসারে নির্ধারিত মাত্রার সার (জৈব সার, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বরিক এসিড এর সম্পূর্ণ পরিমাণ এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমওপি সার) প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে।
- গাছের চারিদিকে গোড়া হতে কমপক্ষে ১ থেকে ১.৫ মি. বাদ দিয়ে দুপুর বেলায় যে পর্যন্ত ছায়া পড়ে সে স্থানে সার ছিটিয়ে হালকাভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
- অক্টোবর মাস হতে ফুল আসার পূর্ব পর্যন্ত আম গাছে আর কোন প্রকার সার বা পানি প্রয়োগ করা যাবে না। তবে এ সময়ে গাছের গোড়া আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

আম গাছে সার প্রয়োগ পদ্ধতি

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
টেলিফোন: ০২ ৪৯২৭০১৩২, ০২ ৪৯২৭০১৮৮৯; ই-মেইল: dir.hrc@bari.gov.bd
প্রকাশকাল: জানুয়ারী ২০১৯; সংক্ষিপ্ত সংস্করণ; অর্থায়নে: আমের স্থানীয় জাতের উন্নয়ন, উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন কর্মসূচি, বিএআরআই।